যুগান্তর

তারিখ 12 JAN 2003
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

ঢাবি শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে নীল ডুবেছে অভ্যন্তরীণ কোন্দলে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে আওয়ামী লীগপন্থী নীল দলের বিপর্যয়ের মূল কারণ অভ্যন্তরীণ কোন্দল। বিগত প্রশাসনে দলীয়করণ এবং দুর্বল ও কম অনপ্রিয় শিক্ষকদের প্রার্থী নির্বাচনও পরাজয়ের আরও একটি কারণ বলে অনেকে বলেছেন। অপরদিকে বর্তমান ভিসির দৃঢ় নেতৃত্বই সাদা দলের ভাল ফলাফলের মূল কারণ। গতকাল উভয় দলের শিক্ষকদের সঙ্গে আলাপ করে এ তথ্য জানা গেছে।

গত মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত সমিতির নির্বাচনে সাদা দল সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ ১০টি পদে এবং নীল দল যুগ্ম সম্পাদকসহ ৫টি পদে জয়লাভ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ১২শ' ভোটের মধ্যে নীল দলেরই ৪শ' প্যানেল ভোট রয়েছে। নীল দলের প্রার্থীরা এবার ব্যক্তি ইমেজে ভোট কম

কোন্দল : পৃষ্ঠা : ১৩ কলাম : ৮

কোন্দল : ঢাবি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পাওয়ার কারণ হচ্ছে দুর্বল ও কম অনাগ্রহ প্রার্থী নির্বাচন। এছাড়া নীল দল বর্তমানে ত্রিধাবিভক্ত। অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একটি বিশেষ এলাকার ভোটারদের ভোট না পাওয়া। অপরদিকে সাদা দলে এবার কোন গ্রুপিং ও অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ছিল না। উপাচার্য অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজের নেতৃত্বে বিএনপি-জামায়াতপন্থী শিক্ষকরা এবার ঐক্যবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে কাজ করেছেন। অন্যদিকে নির্বাচনে অংশ না নেয়া বামপন্থী গোলাপী দলের অধিকাংশ ভোটও নীল দল পায়নি বলে কয়েকজন নীল দলের শিক্ষক নেতা জানান। নীল দলের অভিযোগ, গত ২৩ জুলাইয়ের পর ক্যাম্পাসে পীটপরিবর্তনে গোলাপী দলের শিক্ষকদের কার্যকর ভূমিকা ছিল। এখন তারা প্রশাসনিকভাবে হয়রানির মধ্যে রয়েছেন। তা থেকে রক্ষা পেতে গোলাপী দলের শিক্ষকরা সাদা দলের সঙ্গে মিশেছেন।

সাদা দলের নির্বাচিত সভাপতি অধ্যাপক আসাদুজ্জামান জানান, তাদের প্যানেল আরও ভাল করত। ত্রুটির কারণে তাদের অনেক সমর্থক ঢাকা ও দেশের বাইরে রয়েছেন। তিনি বলেন, প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা, শিক্ষকদের ন্যায্য অধিকার প্রদান এবং দলীয়করণ বাদ দিয়ে মেধাভিত্তিক নিয়োগ দেয়ার কারণে তারা সাধারণ শিক্ষকদের ভোট পেয়েছেন।

নীল দলের অনপ্রিয় শিক্ষক আআমস আরেফিন সিদ্দিক বলেন, গত বছরের চেয়ে তারা ভাল করেছেন। ভোটের দিক থেকেও তারা ভাল অবস্থানে আছেন। যা ঘটেছে তা হল পদ লাভে সংখ্যার তারতম্য। তাছাড়া প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগের বিষয়টি শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে একটি বিষয় হিসেবে কাজ করে।